শীতবস্ত্রের বিপুল আয়োজন

শিবদুর্গা বস্ত্রালয়

রঘুনাথগঞ্জ তুলসীবিহার বাটীর উত্তর দরজা

গ্রাহকগণের সুবিধার্থে মিল ও তাঁতের নানাবিধ ধুতি, শাড়ী, সার্টিং ও কোটিং আমদানী করা হয়েছে। আমাদের দোকানে আসিয়া সুলভে জিনিস ক্রয় করুন।

প্রোঃ—শিবদুর্গা বস্ত্রালয়

Registered No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সম্ভব কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৮শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১৭ই মাঘ বুধবার ১৩৬৮ ইংরাজী 31st Jan. 1962 | ৩৬শ সংখ্যা

সকল ঘরের তরে...

দীপ্তি লণ্ঠন

ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

C. P. Seaur

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

PATENT NO. 62354. OF. 57

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

গুণে স্বাচ্ছন্দ্য ও নিপুণতা আনবে।

প্রস্তুতকারক:

দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ

৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

KALPANA O. M. 15.58

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য ২'২৫ নঃ পঃ, নগদ মূল্য ০৬ নঃ পঃ। বিজ্ঞাপনের হার প্রতিবার প্রতি লাইন ৫০ নঃ পঃ। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন। ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

বিনীত—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

ওয়েষ্ট বেঙ্গল বুক-বাইণ্ডিং হল

এখানে সকল প্রকার বই ও খাতা সুলভে বাঁধান হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীজি, সি, ঘোষ, রঘুনাথগঞ্জ।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৭ই মাঘ বুধবার সন ১৩৬৮ সাল।

যুগাচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দের কিঞ্চিৎ পরিচয়

স্বামী বিবেকানন্দ—কলিকাতা সিমুলিয়ার দত্ত বংশের ৺বিশ্বনাথ দত্ত মহাশয়ের পুত্র। কাশীর বিশ্বেশ্বরের বহু আরাধনার পর ইঁহার জন্ম হয়। সেইজন্য শৈশবে বিবেকানন্দ বিশ্বেশ্বরের নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার সময় ইঁহার নাম নরেন্দ্রনাথ রাখা হয়। ইনি ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে ৯ই জানুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই ইঁহার অসাধারণ স্মরণশক্তি, তীক্ষ্ণ মেধা, আর্ত্তের প্রতি সহানুভূতি এবং ভাব-প্রবণতা লক্ষিত হইত। বিবেকানন্দ কলেজে পাঠ সময়ে হার্ব্বার্ট স্পেন্সারকে তাঁহার প্রবর্ত্তিত দর্শন-শাস্ত্র প্রণালীর একটি মন্তব্য প্রেরণ করেন। স্পেন্সার সেইটি পাঠ করিয়া বিবেকানন্দের পাণ্ডিত্যে বিমোহিত হন এবং সত্য নির্দ্ধারণ করিতে ইঁহাকে উৎসাহিত করেন। পাশ্চাত্য দর্শন শিক্ষা করিয়া বিবেকানন্দ প্রথমে নাস্তিকতার পথে অগ্রসর হন। পরে ব্রাহ্মগণের সহিত মিলিত হইলে সে ভাবের পরিবর্ত্তন ঘটে। কিন্তু ইঁহাদের সংশ্রবে আসিয়াও ইঁহার আধ্যাত্মিক তৃষ্ণার উপশম হইল না বুঝিয়া ম্রিয়মান হইয়া পড়েন। এই সময় (১৮৮৪ খ্রীঃ) বিবেকানন্দ বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আইন পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতে-ছিলেন। ইঁহার এক খুল্লতাত রামকৃষ্ণ পরমহংসের শিষ্য ছিলেন। তিনি একদিন ইঁহাকে পরমহংস দেবের নিকট লইয়া যান। এতদিন বিবেকানন্দ যাঁহার অন্বেষণ করিতেছিলেন, তাঁহাকে পাইলেন। প্রথম সাক্ষাতেই উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। পরমহংস দেব ইঁহার মধুর কণ্ঠনিঃসৃত গান শুনিয়া ভাবে বিভোর হইলেন। তাহার পর বিবেকানন্দ ঘন ঘন উঁহার নিকট আসিতে লাগিলেন এবং উঁহার স্নেহভাজনগণের অগ্রণী হইয়া উঠিলেন। ১৮৮৬/১৬ই আগষ্ট পরমহংস দেবের দেহান্তর ঘটিলে উঁহার শিষ্যগণ গুরুনির্দ্দিষ্ট পথ অবলম্বনে স্থির প্রতিজ্ঞ হইলেন। বিবেকানন্দ ছয় বৎসরকাল হিমালয় পর্ব্বতে অতিবাহিত করেন। সেই সময়ে ইনি তিব্বতে গমন করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্ম অনুশীলন করেন। তাহার পর খেতরী রাজ্যে আসিয়া সেখানকার মহারাজাকে স্বমতে দীক্ষিত করেন। ১৮৯০ খৃঃ মান্দ্রাজে আসিয়া রামনাদের রাজার মনোযোগ আকর্ষণ করেন। ১৮৯৩ খৃঃ আমেরিকার চিকাগো নগরে পার্লিয়ামেণ্ট অব্ রিলিজন্স নামক সমিতির বৈঠক বসিয়াছিল। মান্দ্রাজবাসিগণের অনুরোধে ও অর্থ সাহায্যে বিবেকানন্দ সেখানে গিয়া হিন্দু-ধর্ম্মের প্রতিনিধি স্বরূপে যে সকল বক্তৃতা করেন, তাহাতে ইঁহার অপূর্ব্ব বাগ্মিতা ও হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে আমেরিকায় মহা হুলুস্থুল পড়িয়া যায়। এই সময় "নিউ ইয়র্ক হেরল্ড্" নামক প্রসিদ্ধ পত্রের সম্পাদক লেখেন যে, "হিন্দু জাতির ন্যায় পণ্ডিত জাতির মধ্যে খৃষ্টান প্রচারক প্রেরণ যে অতিশয় নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য, বিবেকানন্দের বক্তৃতা শ্রবণ করিবার পরে তাহা বিলক্ষণ অনুভব করিতেছি।" এই সময়ে বিবেকানন্দ ম্যাডাম লাউইস্ নাম্নী রমণীকে ও মিষ্টার্ স্যাণ্ডস্‌বার্গ নামক পুরুষকে শিষ্যস্বরূপে লাভ করেন। ইঁহারা যথাক্রমে স্বামী অভয়ানন্দ ও স্বামী কৃপানন্দ নাম গ্রহণ করেন। আমেরিকার অনেক স্থানে বক্তৃতা করিয়া বিবেকানন্দ সে দেশে বৈদান্তিক ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি ১৮৯৬ খৃঃ ইংলণ্ডে আসিয়া নানা সভায় বক্তৃতা করিয়া যথেষ্ট প্রতিপন্ন হন। অধ্যাপক ম্যাক্সমুলারের সহিত আলাপ করিয়া বিবেকানন্দ "লাইফ এণ্ড সে-ইংস্ অব্ রামকৃষ্ণ" নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে তাঁহাকে প্রবৃত্ত করান। এইখানেই "মিস্ মার্গারেট্ নোবল্" নামক রমণীকে শিষ্যত্বে দীক্ষিত করেন। এই রমণী পরে সিষ্টার নিবেদিতা নামে সুপরিচিতা হন। ১৮৯৬ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে বিবেকানন্দ সশিষ্য ভারতে প্রত্যাগমন করেন। কলম্বো হইতে আলমোড়া পর্য্যন্ত যে যে স্থানে ইনি গমন করিয়াছিলেন, সেই সেই স্থানে ইনি প্রগাঢ় আন্তরিকতার সহিত অভ্যর্থিত হন। এইবারে ইনি কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। কলিকাতার নিকট বেলুড় গ্রামে এবং আলমোড়ায় ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষাদানে ইনি একটি মঠ স্থাপিত করেন। **রামকৃষ্ণ মিশন** প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশের উন্নতি কল্পে কি কি কার্য্য করিতে হইবে তাহা নির্দ্ধারণ করেন। ১৮৯৭ খৃঃ দুর্ভিক্ষ পীড়িতগণের সাহায্যার্থে নানা স্থানে "রিলিফ ওয়ার্কস্" স্থাপিত করেন। ক্রমাগত পরিশ্রমে স্বাস্থ্যভঙ্গ হইলে চিকিৎসকের পরামর্শে বিবেকানন্দ আবার অল্প দিনের জন্য ইংলণ্ড ও আমেরিকায় গমন করেন ১৮৯৯ খৃঃ এই সময়ে সান্‌ফ্রান্সিস্কো নগরে একটি বেদান্ত সোসাইটি ও শান্তি আশ্রম সংস্থাপিত করেন। ১৯০০ খৃঃ প্যারিস্ নগরে "কংগ্রেস্ অব্ রিলিজনস্" সভায় নিমন্ত্রিত হইয়া সেখানে ফরাসী ভাষায় হিন্দু দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। সেখান হইতে ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া ইনি ভারতে আগমন করেন। এইবার সাধুদিগের জন্য রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, বেনারসে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম ও রামকৃষ্ণ "হোম" রামকৃষ্ণ পাঠশালা প্রভৃতি অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। জাপান দেশে ধর্ম্ম সম্বন্ধে একটি কংগ্রেস বসে। সেখানে লইয়া যাইবার জন্য কয়েকটি জাপানী ভদ্রলোক ইঁহার নিকট আসেন, কিন্তু শরীরের অবস্থা তত ভাল নয় বলিয়া ইনি তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন নাই। ১৯০২ খৃঃ ৪ঠা জুলাই বেলুড় মঠে ইনি ছাত্রগণকে পাণিনি শিক্ষা দিয়া অপরাহ্নে বেদ বিষয়ে উপদেশ দেন। তাহার পর অল্প সময়ের জন্য বেড়াইয়া আসেন। সন্ধ্যাকালে ধ্যানস্থ হন এবং রাত্রি নটার সময় মহাসমাধিস্থ হইয়া বিবেকানন্দ ইহলোক ত্যাগ করেন। ইনি অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। ত্যাগ ও সেবা ইঁহার জীবনের মূলমন্ত্র। সার্ব্বজনিক ধর্ম্ম সংস্থাপন ইঁহার উদ্দেশ্য ছিল। এবং বেদান্ত দ্বারা সেই উদ্দেশ্য সফল হইবে এই ধারণায় পাশ্চাত্য দেশে বেদান্তের প্রচার যাহাতে বহুল পরিমাণে হয়, তাহাতে সমধিক যত্নবান হন। রি-ইন্‌কারনেশন, রাজযোগ, ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ, "ফ্রিডম্ অব্ সোল্" প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ ইনি প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। ইনি দেখিতে যেমন সুপুরুষ, সঙ্গীতেও তেমনি সুনিপুণ ছিলেন। ইঁহার বক্তৃতা শক্তি, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, বহু ভাষাজ্ঞান, ধর্ম্মপ্রাণতা ও গুরুভক্তি ইঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

খোকার ভোট

[খোকার বাবা এবারে কাউন্সিলে দাঁড়াবেন। এই সময়ে তাঁর প্রসঙ্গই হচ্ছে ভোট। বৈঠকখানায় যত বন্ধুবান্ধব আসেন, তাঁদের সঙ্গে ভোটেরই কথা হয়। গিন্নির সঙ্গেও ভোট নিয়ে আলোচনা হয়। খোকা বাবার ও মায়ের মুখে ভোট ভোট শুনে' কয়েকদিন হ'তে "মা আমি ভোৎ খাব" বলে আবদার করে। দুধ খাবার সময় বলে "ভোৎ খাব।" মায়ের ভারি মুস্কিল, মা দুধ খাওয়ার সময় তাকে এই ছড়া বলে শান্ত করেন]—

খোকা যাবে ভোট নিতে
ছু'লে বাগ্‌দি পাড়া,
কেউ তোমরা ভোট দিওনা
আমার খোকা ছাড়া।
খোকা যাবে ভোট নিতে
সঙ্গে যাবে কে?
বাড়ীতে আছে ঝামা চাকর
সঙ্গে চলেছে।
আয়! ভোটার আয়!
মাছ কুট্‌লে মুড়ো দেবো,
ধান ভাঙলে কুঁড়ো দেবো
গাই বিয়োলে দুধ দেবো,
দুধ খেতে বাটী দেবো,
খাজনা দিলে জমি দেবো,
সুদ দিলে টাকা দেবো,
উল্টো দিকে মত দেবো,
ভালোর দিকে চাব না,
সে সাহস পাব না,
খোকা হবে এম, এল, সি,
তাতে তোদের বাবার কি?
আমার খোকাকে তোরা ভোট দিয়ে যা'।

হবু মালসীর প্রতি

(যদি পরাণে না জাগে আকুল পিয়াসা সুরে)

যদি পরাণে না জাগে স্বদেশের হিতকথা,
ভোট মাগিতে বঁধু এসোনা।
সখের তরে যদি মালসী হ'তে চাও,
পায়ে ধরি হেথা ঘেঁসোনা।
গত ইলেকসনে
অনেক মিঞারে
ভোট দিয়ে মোরা ভুগেছি।
আপন মরণ
কারণে বরণ
করি তাদের মোরা চুকেছি।
ঠেকে শিখেছি বঁধু
ঠকাতে ফের তুমি
মতলবের হাসি হেসোনা।

সাধারণতন্ত্র দিবস

২৬শে জানুয়ারী শুক্রবার জঙ্গিপুর ও রঘুনাথগঞ্জ সহরে এবং মহকুমার বিভিন্ন স্থানে সাধারণতন্ত্র দিবস যথারীতি প্রতিপালিত হইয়াছে। জঙ্গিপুর ফৌজদারী আদালত ভবনে মহকুমা শাসক মহাশয় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন এবং পুলিশ বাহিনীর অভিবাদন গ্রহণ করেন। উক্ত সময়ে সরকারী কর্ম্মচারিবৃন্দ ও জনসাধারণ উপস্থিত ছিলেন। সরকারী ও বেসরকারী অফিস সমূহে, সমস্ত বিদ্যালয়ে এবং নাগরিকগণের বাড়ীতে জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হয়। জঙ্গিপুর কলেজে সর্ব্বধর্ম্ম প্রার্থনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ট্যাক্সি বিক্রয়

একখানি ট্যাক্সি সত্বর বিক্রয় হইবে। ক্রয়েচ্ছুগণ নিম্নে অনুসন্ধান করুন। শ্রীফণিভূষণ সিংহ
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

মুর্শিদাবাদ জেলা একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতা

গত ২০, ২১, ২২, ২৩ ও ২৪শে জানুয়ারী যোগেন্দ্র মিলনী হলে মুর্শিদাবাদ জেলা একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতার ২য় বর্ষের অনুষ্ঠান সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। অনুষ্ঠান আরম্ভ হবার পূর্ব্বে গত বৎসরের প্রতিযোগিতায় যাঁরা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন প্রখ্যাত নাট্যকার শ্রীমন্মথ রায় তাঁদের পুরস্কার বিতরণ করেন। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার লাভ করেন যথাক্রমে গোরাবাজারের "নাট্যভারতী", জঙ্গিপুরের সবুজ সথা ও ভারতীয় গণনাট্য (বহরমপুর শাখা) সেই সঙ্গে গত বৎসর যে আবৃত্তি প্রতিযোগিতা হয় তারও পুরস্কার দেওয়া হয়। এ বৎসর ১৫টী দল প্রতিযোগিতায় নাম পাঠান কিন্তু জঙ্গিপুরের "সবুজ সথা" শেষ পর্য্যন্ত অংশ গ্রহণ করতে না পারায় মোট ১৪টী দল সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন। জঙ্গিপুর কলেজ ছাত্র সংসদ ও বহরমপুরের নাট্য নিরীক্ষা গোষ্ঠী এবারে একযোগে প্রথম স্থান লাভ করেন। দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন প্রতিভা নাট্য সংঘ (বহরমপুর) আর গোরাবাজার "দয়াল সমিতি" ও নাট্য ভারতী একযোগে তৃতীয় স্থান লাভ করেন। পর পর দুই বৎসর জঙ্গিপুর প্রতিযোগিতায় স্থান লাভ করায় আমরা তাঁদের অভিনন্দন জানাচ্ছি।

নাট্যকার শ্রীমন্মথ রায় তাঁর ভাষণে বলেন যে, বর্ত্তমান স্পুটনিক যুগে মানুষ এত কর্মব্যস্ত যে নাটক দেথার জন্য তারা বেশী সময় নষ্ট করতে চান না তাই তিনি বলেন আজকাল এমন নাটক হওয়া দরকার যাতে এক পরিবারের সকলকে নিয়ে ২০ থেকে ৩০ মিনিটের মধ্যে অভিনয় শেষ করা যায়। এ বৎসরেও বিচারকমণ্ডলীতে ছিলেন ডাঃ সাধন ভট্টাচার্য্য ডাঃ অজিত ঘোষ ও অধ্যাপক পৃথ্বীশ নিয়োগী। তাঁরা সাধারণভাবে এ জেলায় অভিনয়ের উচ্চ শিল্পমান সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী অভিনেতাগণের মধ্যে প্রফুল্ল মজুমদার (মসীন বাবু) নাট্যকার শ্রীমন্মথ রায়কে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। সাংবাদিক কমল বন্দ্যোপাধ্যায় ও উমানাথ সিংহ মহাশয় প্রতিযোগিতার সাফল্যের জন্য সকলের সহানুভূতি কামনা করেন।

উপর্য্যুপরি দুই বৎসরের সাফল্যের জন্য প্রতিযোগিতার সভাপতি শ্রীসৌমেন নন্দী ও সম্পাদক শ্রীঅমর নিয়োগী মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাই।

জঙ্গিপুর মহকুমায় স্বল্প-সঞ্চয় অভিযান

জঙ্গিপুর মহকুমার অন্তর্গত রতনপুরে "উদয়ন ক্লাব" ও মহকুমা প্রচার অফিসের যুগ্ম প্রচেষ্টায় গত ২৮শে জানুয়ারী উক্ত ক্লাব প্রাঙ্গণে দুই সহস্রাধিক বিড়ি শ্রমিক ও স্থানীয় অধিবাসীদের এক সভায় স্বল্প-সঞ্চয় সম্পর্কে আলোচনা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় সমাজ উন্নয়ন আধিকারিক শ্রীহৃষীকেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয়। ক্লাবের শিল্পীবৃন্দ কর্ত্তৃক প্রথমেই একটি ক্ষুদ্র বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অতঃপর স্বল্প-সঞ্চয়ের উদ্দেশ্য ও বর্তমান পরিস্থিতিতে উহার অপরিহার্য্যতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন স্থানীয় পোষ্টমাষ্টার মহাশয়, মহকুমা প্রচারাধিকারিক শ্রীগুরুপদ সাউ ও সভাপতি মহাশয়।

এই সভায় সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে স্বল্প সঞ্চয় সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহের ভাব পরিলক্ষিত হয়। উদয়ন ক্লাবের সম্পাদক শ্রীরাইসুদ্দীন আমেদ মহাশয় সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

শিক্ষক চাই

রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় প্রাথমিক বিভাগের জন্য একজন ট্রেণ্ড টিচার বা সমতুল্য শিক্ষক প্রয়োজন। ট্রেণ্ড টিচারের দাবী অগ্রগণ্য। মাসিক বেতন ৩৫ টাকা স্কুল ডিঃ এ ২·৫০ মোট ৩৭·৫০ ১১।২।৬২ মধ্যে নীচের ঠিকানায় আবেদন করুন।

সম্পাদক,
C/o. প্রধান শিক্ষক, রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়
(প্রাথমিক বিভাগ) রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

ছকড়িচন্দ্র কাপ প্রতিযোগিতা

গত ৭ই জানুয়ারী রবিবার ব্রাহ্মণপাড়া গ্রামে "ছকড়িচন্দ্র মেমোরিয়াল কাপ" প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা হইয়াছে। খেলায় সাহাপুর ফুটবল ক্লাব জয়ী হইয়া কাপ পাইয়াছেন। খেলার শেষে শ্রীশ্রীকুমার রায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে কাপ বিতরণী কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। সমিতির সম্পাদক মনিরুদ্দিন সরকার মহাশয় উভয় দলের চারিজন শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়কে চারিটী পদক প্রদান করেন।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত
নিলামের দিন ১২ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬২

১৯৬১ সালের ডিক্রীজারী

৩১ মনি ডিঃ কালীচরণ বারিক দেং মহাদেব ঘোষ দাবি ২১৬ টাকা ৯৪ নঃ পঃ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে বাইদ্ধ্যা ৯৬ শতকের কাত ৫৫০ তন্মধ্যে ⅓ অংশে ৮ ডেঃ হাঃ খাজনা ।৶০ আঃ ৫০৲ খং ২১৭ স্থিতিবান স্বত্ব ২নং লাট মৌজাদি ঐ ১১৩ শতকের কাত ৯৶০ ⅓ অংশে ৯ ডেঃ আঃ ৫০৲ খং ২১৯ ৩নং লাট মৌজাদি ঐ ৬০৪ শতকের কাত ৩০।৶৯ ৪৭ শতক মধ্যে ⅓ অংশে ১৬ ডেঃ হাঃ খাজনা ৩।৵০ আঃ ১০০৲ খং ২১৯

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬২

১৯৬১ সালের ডিক্রীজারী

২৫ মনি ডিঃ জানমহম্মদ সেখ দিং দেং ফল্গুনা-লতা মজুমদার দাবি ১৭ টাকা ৪০ নঃ পঃ থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে রাধানগর ৫১ শতকের কাত ২৮৶০ আঃ ২০০৲ খং ২৩৭

২৯ অন্য ডিঃ সমরেন্দ্রনাথ রায় দেং ফড়িং দাস নাঃ দিং দাবি ১২৪ টাকা ৭২ নঃ পঃ থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে অনুপনগর ৪৪ শতকের কাত ২৶০ আঃ ১২৫৲ খং ১৬০৯

জনসাধারণের সহযোগিতায় উন্নতি ও সমৃদ্ধির অভিযান
প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণ আশ্রয় ক'রে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাটি সফল করার কাজ শুরু হয়েছে। প্রতিটি গ্রামে, খামারে, কারখানায়, ক্ষুদ্র শিল্পে ও কুটীরশিল্পে উন্নতিমূলক কাজ চলেছে। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গে যথাক্রমে ৭২ ও ১৫৫ কোটি টাকা খরচ হয়েছিল। তৃতীয় পরিকল্পনায় সর্বাঙ্গীণ উন্নতির দিকে লক্ষ্য রেখে এই ব্যয় বরাদ্দ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে ২৯৩.১৫ কোটি টাকায়; এর মধ্যে কৃষি ৫৩.৬০ কোটি; সেচ ও শক্তি ৬৩.৮৬ কোটি; সমাজ সেবা ৮১.৩২ কোটি; পরিবহণ ও যোগাযোগ ২৬.৫০ কোটি; সমবায় ও সমষ্টি উন্নয়ন ১৭.৪৩ কোটি; শিল্প ও খনি ১২.১৪ কোটি এবং অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজে ৩৮.৩০ কোটি টাকা।
গত দশ বছরে নানা ক্ষেত্রে যে উন্নতি দেখা গেছে তা হচ্ছে: খাদ্য: ৩৯.৭ থেকে ৫৪.৫ লক্ষ মেট্রিক টোন; সেচ: ২৪.৪ থেকে ৩১.৬ লক্ষ একর; বিদ্যালয়: ১৬,৩১৭ থেকে ৩১,৩১০টি; ছাত্র: ২০.৫ থেকে ৩৪.২ লক্ষ জন; হাসপাতাল ও ডিস্‌পেন্সারী: ১,২৮৪ থেকে ১,৯১২টি; বেড: ১৮,৩২৯ থেকে ২৭,৬১১টি; ডাক্তার: ১৮,৩৩৬ থেকে ২০,৮৩৪ জন; নার্স: ২,৯৮৮ থেকে ৫,০০১ জন; হাতের তাঁতের কাপড়: ১০ থেকে ১৯ কোটি গজ; পাকা রাস্তা: ১,৩৫২.৯ থেকে ৫,৮৮৮ মাইল; বিদ্যুৎ: ১০৪.৬৭ থেকে ১৮০.৩৭ কোটি কিলোওয়াট; পাট: ১.৩৫ কোটি বেল থেকে ১.৮০ কোটি বেল; কলকারখানা: ২,৫৩০ থেকে ৩,৯৪৩টি; এবং সমবায় সমিতি: ১৫,৫৮৩ থেকে ২৭,৭১৫টি।
প্রতি দিন, প্রতি মুহূর্তের কঠোর পরিশ্রমেই গ'ড়ে উঠছে
নবভারতের সোনার বাংলা
২৬শে জানুয়ারী সাধারণতন্ত্র দিবস
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর।

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ তৈল

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

শীতে ব্যবহারোপযোগী

মৃতসঞ্জীবনী সুধা, মহাদ্রাক্ষারিষ্ট চ্যবনপ্রাশ

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও

সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেন্ট—**শ্রীননীগোপাল সেন,** কবিরাজ

আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

(ছাত্রবন্ধু পুস্তকালয়ের সম্মুখে)

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং **বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি** ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলিঃ

সেলস অফিস ও শোরুম
৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকটিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ২৲ দুই টাকা ও মাশুলাদি ১'১৯ এক টাকা উনিশ নয়া পয়সা।

সোল এজেন্ট :— **ডাঃ ডি, ডি, হাজরা**

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

আর. পি. ওয়াচ কোং

জঙ্গিপুর পৌরসভার দক্ষিণে

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — জেলা মুর্শিদাবাদ।

ছোট বড় যে কোন ঘড়ি, দেওয়াল ঘড়ি ও হাতঘড়ি সুলভে নির্ভরযোগ্য মেরামতের জন্য আর. পি. ওয়াচ কোং র দোকানে পাঠিয়ে দিন। বিনীত—শ্রীশঙ্করপ্রসাদ ভকত

বিঃ দ্রঃ—আমরা যে কোন কোম্পানীর নূতন ঘড়ি দুই সপ্তাহের মধ্যে ন্যায্য মূল্যে সরবরাহ করিয়া থাকি।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।